R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ | ৪৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২১শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০৫ সাল। ৬ই মে, ১৯৯৮ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা | বার্ষিক ৪০ টাকা

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে তৃণমূল-বি জে পি জোটের সমঝোতা বহু জায়গায় হ'ল না

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ১৯৯৩ এর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দলটির তৃতীয় শক্তি হিসাবে উত্থান প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়েছিল, পাঁচ বছর পর কংগ্রেসেরই এক অংশকে সঙ্গে নিয়ে দলের জোট যে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট নেতাদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবে তা বলাই বাহুল্য। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে এই জোটের হয়ে মহকুমায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সেখ ফুরকান পেয়েছেন প্রায় ৮০ হাজার ভোট। এর মধ্যে সুতী ও জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অবস্থা খুবই আশাব্যঞ্জক। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই জোট যতটা ভালো ফল করতে পারে বলে নেতারা আশা করছেন বাস্তব পরিস্থিতি অবশ্য তার প্রমাণ দিচ্ছে না। এর প্রধান কারণ পঞ্চায়েত ভোটে দুই দলেরই গ্রামস্তরের নেতা ও কর্মীদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এবং পারস্পরিক মতানৈক্যে সব জায়গায় আসনরফা হয়নি। কিছু আসনে এই টানাপোড়েনের ফলে জোট প্রার্থীও দিতে পারেনি। এই পরিস্থিতির জন্য দুই দলেরই নেতা ও কর্মীরা একে অপরকে দোষারোপ করছেন। বিজেপি কর্মীদের মতে লোকসভা নির্বাচনে এই জোটের সাফল্যের পর বহু কংগ্রেসী সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। এদেরকে বিভিন্ন স্থানে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া নিয়ে দুই দলের কর্মীদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। (২য় পৃষ্ঠায়)

অধ্যক্ষা ও সাংসদ ঘেরাও, বিধায়ক মইনুল হক অনশনে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফারাক্কা : স্থানীয় অধ্যাপক সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন, কলেজের শিক্ষার মানোন্নয়নের দাবীতে এবং জিগরী ও তৎসন্নিহিত এলাকায় আইন শৃঙ্খলার অবনতির বিরুদ্ধে ছাত্র পরিষদ কর্মীসহ ফরাক্কার বিধায়ক মইনুল হক গত ২৯ এপ্রিল থেকে ব্লক অফিসের সামনে আমরণ অনশন সুরু করেছেন। একই দাবীতে ২৯ এপ্রিল কলেজের অধ্যক্ষা সুতপা দত্ত ও জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাত খানকে ছাত্র পরিষদ কর্মীরা দশ ঘন্টার উপর ঘেরাও করে রাখেন। সংবাদে প্রকাশ, গত ৬ এপ্রিল কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র সংগঠনগুলির বৈঠকে ২৯ এপ্রিল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণার লিখিত প্রতিশ্রুতি কর্তৃপক্ষ দিয়েছিলেন। কিন্তু ২৯ এপ্রিল এ নিয়ে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ না নিলে ছাত্র পরিষদ কর্মীরা আন্দোলন সুরু করেন। এরই অংশ হিসাবে অধ্যক্ষাকে ঘেরাও করা হয়। পরে পুলিশী হস্তক্ষেপে অধ্যক্ষা ও সাংসদ রাত ৮টা ২০ নাগাদ ঘেরাও মুক্ত হন। এরপরই সাহাজাদ হোসেন, আবদুর রহমান, আবদুর রউফ, হুমায়ুন রেজা, শান্তনু সরকার, রাজীব মিশ্র, মিজানুর রহমান এবং নরেন মণ্ডল আমরণ অনশন শুরু করেন। গত ৫ মে থেকে অনশনে যোগ দেন ফারাক্কার বিধায়ক মইনুল হক। ফারাক্কা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীমতী পর্ণা চন্দ জানান জেলা শাসকের নির্দেশে বিধায়কের অবস্থার উপর নজর রাখা হচ্ছে ও প্রশাসনকে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে স্থানীয় সূত্রে খবর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে সিপিএম কংগ্রেসের সংঘর্ষ নতুন নয়। বিধায়ক মইনুল তৃণমূল ও সিপিএম—এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে কিছুটা ভাবমূর্তি নির্বাচনের পূর্বে তুলে ধরতেই এই কর্মসূচীর রাস্তায় গেছেন বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

সিপিআই নেতা বহিষ্কৃত

স্থানীয় সংবাদদাতা : পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা নেতৃত্বর সিদ্ধান্ত না মেনে ফ্রন্ট বিরোধী কাজের জন্য রঘুনাথগঞ্জ সিপিআই আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দীনেশ চৌধুরী ও হরি ভেওয়ারীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো। দলের তরফে জেলা সম্পাদক ওয়াহেদ রেজা টেলিফোনে আমাদের পত্রিকার প্রতিবেদককে জানান বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত না মেনে অনেক জায়গায় নিজেদের ইচ্ছেমতো প্রার্থী দাঁড় করিয়ে এই দুই নেতা দলবিরোধী কাজ করেছেন। এদের পরিবর্তে জঙ্গিপুর আঞ্চলিক পরিষদে নুর ইসলাম চৌধুরী ও সেরাজুল ইসলামকে দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মহকুমাস্তরে বামফ্রন্টের সঙ্গে দলের তরফে যোগাযোগ রাখবেন অশোক সাহা।

পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : পঞ্চায়েত ভোটের মাস-খানেক আগে সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম অঞ্চলের হরিরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রামকুমার ভকতের দুর্নীতি এবং স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ করেছেন। গ্রাম-বাসীদের পক্ষে হরিরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন কংগ্রেস (ই) এই প্রধান দীর্ঘদিন অকেজো হয়ে থাকা গ্রামের চারটি টিউব-ওয়েল মেরামতের কোনো উদ্যোগই নেননি। গ্রামবাসীরা মাঠের স্যালো, পুকুরের জল ব্যবহার করছেন। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি কয়েক বছর আগে ভেঙ্গে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার হুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

পাচার প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের যে সব সীমান্ত জেলা রহিয়াছে, সেই সব স্থান দিয়া বহু নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস বাংলাদেশে পাচার হওয়ার ব্যাপার আজিকার নহে, দীর্ঘদিন হইতে এই ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। বরং বলা যায়, ইহা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। চাল, লবণ, চিনি, কেরোসিন প্রচুর পরিমাণে বেআইনীভাবে বাংলাদেশে চলিয়া যায়। আর যায় গো-মহিষাদি যাহার মাংস বাহিরে রপ্তানী করিয়া পেট্রোডলার অর্জনের পথ বেশ প্রশস্ত হয়। উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলি দিয়া চাল, লবণ, চিনি পাচার হইলেও মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলাও পাচারকারীদের স্বর্গলোক।

খবরে প্রকাশ যে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ প্রশাসন সম্প্রতি তৎপর হওয়ায় চার-পাঁচ দিনের মধ্যে বহু হাজার টাকার মাল বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। চাল পাচারের ফলে পশ্চিমবঙ্গে অতি সাধারণ চাল হইতে উৎকৃষ্ট মানের চালের দর অভাবিত গতিতে বাড়িয়া গিয়াছে। উত্তর-বঙ্গের বাজারে চালের দাম প্রতি কেজি দুই টাকা করিয়া বাড়িয়া যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একই ঘটনা নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকাতেও ঘটিতেছে। বর্তমানে জঙ্গিপুর এলাকায় গো-মহিষাদি পাচারের ব্যাপকতা কমিয়াছে বটে, তবে একেবারে বন্ধ হয় নাই। পাচারকারীরা অন্যপথ ধরিয়া ব্যবসায় (?) অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে।

খবরে আরও জানা যায় যে, পুলিশ প্রশাসন উত্তরবঙ্গের সীমান্ত জেলা এলাকায় কিছুটা তৎপর হইয়াছে। আরও জানা যায় যে, দক্ষিণবঙ্গের সীমান্ত এলাকার মানুষের বেশীর ভাগই পাচার পেশায় নিযুক্ত এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহাদের সঙ্গে পুলিসের এনফোর্সমেন্ট শাখা ও কাষ্টমসের আর্থিক লেনদেনের সম্পর্কেও নাকি গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নাকি পাচারকারীদের ঘনিষ্ঠতার কথা জানা যাইতেছে। প্রকাশিত খবরে এইরূপ বলা হইয়াছে।

সুতরাং পাচারকারীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত মোকাবিলা করা হয়ত ততটা সহজ নয়। শুধু উত্তরবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলি কেন, মুর্শিদাবাদের ও নদীয়ার বেশ কিছু গুরুত্ব-পূর্ণ স্থানে একই অপকর্ম চালু আছে। আইনসঙ্গতভাবে এপার বাংলা ও ওপার বাংলার মধ্যে পণ্য চলাচলের ব্যবস্থা থাকিলেও মানুষ তাহাতে সন্তুষ্ট থাকে না। তাই তাহারা বেআইনীভাবে পাচার কর্মে লিপ্ত থাকে। উভয় রাষ্ট্রের এই পাচারকর্ম প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকিলেও কাজের কাজ ততটা হয় না। দুর্নিবার লোভই ইহার কারণ। ভারত ও বাংলাদেশ এই দুই রাষ্ট্র আন্তরিক না হইলে অপরাধ-প্রবণতা বাড়িতেই থাকিবে। ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের ভোগান্তির অন্ত থাকিবে না। অবশ্য প্রতিরোধের জন্য সৎ কর্মচারী যদিচ থাকেন, লোভীদের সংখ্যার তুলনায় তাঁহারা যথেষ্ট কম। তাহা না হইলে দেশের অর্থ-নীতি মার খাইবে কেন? মানুষের অশেষ কষ্ট হইবে নাই বা কেন?

বহু জায়গায় হ'ল না (১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র পেশের শেষ দিনে বহু কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস আসন রফার সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পরেও বিজেপি'র আসনে তাদের প্রার্থী দেয়। এদের অনেকেই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেনি। জনৈক বিজেপি কর্মীর ভাষায়, ওদের শেষ বেলার চালটা আমরা ঠিক বুঝতে পারেনি। বিজেপি কর্মীদের মধ্যে যে ক্ষোভ দুই দলের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে তুলছে তার মূলে অবশ্য আছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্য বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত নানা অপ্রীতিকর মন্তব্য। এছাড়া গত লোকসভা নির্বাচনে যারা জোটের বিরোধিতা করেছিল তারা শেষ বেলায় তৃণমূলের নেতা হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা পেয়ে যাওয়ায় নিচু স্তরের বিজেপি কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। এ প্রসংগে বিজেপি নেতা চিত্ত মুখার্জীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সেখ ফুরকানসহ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আসনরফা করা হলেও শেষ মুহূর্তে লুকিয়ে অনেক জায়গায় বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলরা মনোনয়নপত্র জমা দেয়। মনোনয়ন প্রত্যাহারের পরে দেখা গেছে ৪০ শতাংশ আসনে সমঝোতা হয়েছে। ৬০ শতাংশে ২য় প্রার্থী নেই কিংবা দুই দলের প্রার্থী আছে। তিনি বলেন নিস্তায় কংগ্রেসী ভরত মণ্ডলের স্ত্রীর তৃণমূল হিসাবে মনোনয়ন, ঘোড়াশালা এবং বাঘাতে প্রার্থী প্রত্যাহার, রাণীনগরে স্থানীয় নেতা প্রভাত মুখার্জীর নেতৃত্বে প্রকাশ্যে বিজেপি বিরোধিতা, সুতী ১নং এলাকায় কম করে ২০টি আসনে প্রার্থী না দেওয়া ও ১৬টি আসনে পাল্টা প্রার্থী দেওয়া ইত্যাদি নানা কারণে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে। পরবর্তীতে তাঁরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছেও এ খবর জানাবেন। ফলে নির্বাচনে জোট একটু অস্বস্তিকর জায়গায় আছে। তিনি এজন্য পিছন থেকে কংগ্রেসের দুই প্রভাব-শালী নেতা এবং সিপিএমের কর্মীদের উসকানীকে দায়ী করেছেন। তা সত্বেও তাঁর আসা এবারে ফল ভালোই হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহকুমার সাতটি ব্লকে বিজেপি নয় শক্তি হিসাবে উঠে আসে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১২৬৬ আসনের মধ্যে বিজেপি পায় ১০৮টি। এর মধ্যে সুতী-২ ব্লকে বিজেপি পায় ৩৩টি আসন। পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ১৮৩টির মধ্যে বিজেপি ৮টি আসনে জেতে। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা যায় সুতী-২ ব্লক, নিস্তা এবং জরুরে আসন সমঝোতা না হওয়া সত্বেও মহকুমার জোটের অবস্থা ভালো। সামসেরগঞ্জে বহু সিপিএম কর্মী শাহিদুলের নেতৃত্বে তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় সেখানে তাদের প্রভাব বেড়েছে। এছাড়া অনেক জায়গায় বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী, আরএসপি তাদের দিকে চলে আসাতে তৃণমূল কংগ্রেস মহকুমা নেতৃত্ব আশাবাদী। গত কয়েকটি নির্বাচনে ভোটারদের বিরোধী ভোটের যে প্রবণতা দেখা গেছে জঙ্গিপুর তার অনেকটাই ব্যতিক্রম হলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল—বিজেপি জোটকে প্রতিপক্ষরা খাটো করে দেখলে বোধহয় ঠিক হবে না। এরপর রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের সেকেন্দ্রা, গিরিয়া, মিঠিপুরে তৃণমূল বিজেপি জোট এবার কোমর বেঁধে নামায় সিপিএম বেশ অস্বস্তিতে আছে। ওখানে বেশ কিছু সিপিএমের কর্মী ও নেতা তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় ঐসব গ্রাম পঞ্চায়েতেও তৃণমূল-বিজেপি জোট কিছু আসনের আশা করছে।

জল দূষণ নিয়ে কর্মশালা

স্থানীয় সংবাদদাতা: মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেসড ক্লাসেস লিগ ও স্কুল অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ সেণ্টার, কলিকাতার যৌথ উদ্যোগে গত ৪ঠা ও ৫মে জঙ্গিপুর পৌরভবনে জল দূষণ প্রতি-রোধ ও প্রতিকার নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ৩৬ জন পুরুষ ও ১৬ জন মহিলাকে পরিবেশ দূষণের নানা কারণ ও তার প্রতিকারের পথ নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন ডেভেলপমেণ্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন ও সার্ভিস সেণ্টারের মহিনুদ্দিন মোল্লা ও স্কুল অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ সেণ্টারের প্রদীপ সেনগুপ্ত। কর্মশালায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত, শিক্ষিকা, দেবরাণী বিশ্বাস ও আল্পনা রায় চৌধুরী। ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তর কর্ম-শালার জন্য আর্থিক সহায়তা করেন বলে ডিপ্রেসড ক্লাসেস লিগের সাধারণ সম্পাদক অশোককুমার দাস জানিয়েছেন।

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A Government of India Enterprise)

Farakka Super Thermal Power Station

Notice Inviting Tender

1.0 NTPC, Farakka Project is interested in getting the following works executed through reputed agencies having experience in the relevant fields. Interested agencies are requested to apply for the tender documents. The qualifying requirements and brief work details for the job is indicated below :—

Tender Ref. No	Name of work	Est. Cost (Rs. in Lacs)	Cost of Documents (in Rs.)	Earnest Money (in Rs.)	Contract Period (Months)
T-10/5217	Rate contract for maintenance of Horticulture work at Permanent Township of FSTPP.	16.80	500/-	33,600/-	12 (Twelve)
T-11/5247	Maintenance of Bottom ash & Fly Ash Slurry line of Stage—1.	14.53	500/-	29,000/-	12 (Twelve)

*In case Tender T-11/5247, the initial contract period 12 months may be extended for another 06 months at the same rates, terms and conditions at the discretion of NTPC, Farakka.

2.0 QUALIFYING REQUIREMENTS :—

For T-10/5217 :

The bidder should have successfully executed and completed similar type of work (i e. Maintenance of Horticulture work) amounting to not less than Rs. 10.00 Lacs in a single contract in the last three years.

For T-11/5247 :

Party should have cxperience to carry out annual rate contract (equipment/pipe line maintenance type job) of value of at least Rs. 9.00 lakhs in a single year during any of the last 04 years.

For both (T-10/5217 & T-11/5247)

a) The bidder should have done similar works for PWD/CPWD/MES/Public Sector Organisation and preferably be a registered contractor.

b) The bidder should possess valid PF code no. from regional provident fund commissioner.

3.0 TERMS & CONDITIONS (For both tenders) :—

a) All documents like Work Order Copy, Completion Certificate, documentary evidence of PF code no. etc. shall be enclosed with the applications.

b) NTPC will not be responsible for postal delay or any other delays.

c) Tender documents shall be issued only to those intending parties who prima-facia meet the specified qualifying requirements as brought out in this Notice Inviting Tender after scrutiny of the Experience details/Documents submitted by bidders alongwith their request for issue of tender papers. However, issuance of tender documents shall not automatically construe qualification of the firm for award of work, which will actually be determined during bid evaluation.

d) A demand draft (Non refundable) for Rs. 500.00 should be furnished alongwith the application in the name of NTPC/FSTPP Limited payable at SBI Andua.

e) The value of EMD as indicated above is to be submitted in separate envelop alongwith price bids only. The Bid Opening Date will be mentioned in the Tender Documents which shall be given to the qualified bidders only.

f) The response against this tender notice may be considered for registration with NTPC/FSTPP for a period of next three years against future works.

g) NTPC reserves the right to assess the capacity and capability of bidders after opening of bids and reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reasons.

h) NTPC reserves the right to divide the work to any no. of agencies.

i) Agency should possess valid Income Tax Clearance Certificate and Sales Tax Clearance Certificate from appropriate authority.

j) NTPC reserves the right to relax the qualifying requirements whenever required without assigning any reason thereof.

k) The above details are only indicative & full details will be given in our tender enquiry. Interested parties are advised to visit the site and familarise themself with site conditions.

l) Purchase preference to Public Sector may be given as per Govt. directives at descretion of management as applicable to NTPC.

m If last date of receipt of application/tender submission and opening is a closed holiday for FSTPP, tender application/tender submission and opening shall be shifed to the next working day.

n Application should reach by 20/5/98.

Address for communication : Sr. Manager (CS , National Thermal Power Corporation Ltd, Farakka Super Thermal Power Station, P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad, West Bengal, PIN—742236.

Dy. General Manager C & M)
NTPC/FSTPP

টেলিফোন দপ্তরের ভুতুরে বিল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এবার কেবলমাত্র রাতের নিশ্ছিদ্র ঘুম ভাঙ্গিয়ে ভূতুড়ে টেলিফোনই নয় টেলিফোন বিভাগ আপনাদের জন্য এনেছেন আকর্ষণীয় নতুন ভূতুড়ে প্রকল্প। এরপর থেকে টেলিফোনের জন্য আবেদন করলেই মাসে মাসে আপনাকে পাঠানো হবে ভূতুড়ে বিল। এই বিলে থাকছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার হবু টেলিফোনে আপনি কতগুলি ভূতুড়ে ফোন করেছেন এবং তার জন্য আপনাকে কত পয়সা গুণতে হবে এবং কতদিনের মধ্যে তা দিতে হবে। সঙ্গে থাকছে বিধিবদ্ধ ভূতুড়ে সতর্কীকরণ— টেলিফোনে এসটিডির সুবিধা থাকলে তা লক করে রাখুন। নইলে বিল বাড়বে। আপাততঃ টেলিফোন বিভাগের বহরমপুর টেলিকম সার্কেল এই ধরনের প্রকল্প চালু করলেন। এই ধরনের একটি বিল পেয়ে একান্তই গ্রামের মানুষ ধুলিয়ান এক্সচেঞ্জের মহঃ মনিরুজ্জামান তাঁর সাহেবনগর গ্রামের বাড়ী থেকে ধুলিয়ান এক্সচেঞ্জে যোগাযোগ করলে তাঁকে টেলিফোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা ভূতসুলভ নম্রতার সঙ্গেই এই ভুতুড়ে কান্ডকারখানা সম্পর্কে অবহিত করান। কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে রঘুনাথগঞ্জে টেলিফোন দপ্তরের মহকুমার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেন। দেড় বছর আগে টেলিফোন সংযোগের জন্য ধুলিয়ান অফিসে আবেদন করেন। টেলিফোনের সংযোগ না পেলেও ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে তিনি যে ভূতুড়ে টেলিফোনের বিল পাচ্ছেন তার নম্বর DL 65682, তাকে এই ভূতুড়ে সংযোগ দেওয়া হয়েছে ২৬ জুন, ৯৭ থেকে। জুন থেকে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তিনি ২২২১টি ফোন করেছেন। এরজন্য যে বিল দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ ২৩২৫ টাকা। এমনি ১১ এপ্রিল তাঁকে আরেকটি বিল পাঠানো হয়। এই বিলে ভূতুড়ে কলের সংখ্যা ২৪৫টি। বিলের পরিমাণ ২৪৭ টাকা। টেলিফোন নিয়ে এই নতুন ভূতুড়ে প্রকল্পের ঘটনায় ঘাবড়ে গিয়ে অবশ্য মহঃ মনিরুজ্জামান ভবিষ্যতে বাড়ীতে টেলিফোন নেবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে (১ম পৃষ্ঠার পর)

পড়েছে। প্রধান শিক্ষকের বাড়ীতে ইস্কুল চলার পরে গত বছর জেলা পরিষদ স্কুল ভবন তৈরীর জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। স্কুলের শিক্ষকদের মতামতকে উপেক্ষা করে পঞ্চায়েত প্রধান নিজের দায়িত্বে ভবনটি তৈরী করান। ভবনটির ছাদ দিয়ে এক বছরের মধ্যে জল পড়তে শুরু করেছে। ছাত্রদের মাথায় ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ছে। গ্রামবাসীদের মতে বিদ্যালয় ভবনটি তৈরী করার কাজে প্রধান দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁরা মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপের দাবী করেছেন।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ গনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক. ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট. সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

সততাই আমাদের মূলধন

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।